

বাংলাদেশে গ্রেনেট ও বোমা হামলা-খুন ধর্ষণ ও মৌলবাদীদের উত্থানের প্রতিবাদে মন্ট্রিয়লে কয়েক শত মানুষের বিক্ষোভ মিছিল, ‘বাঁচাও বাংলাদেশ’

সদেরা সুজন॥ বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনসভায় গ্রেনেট হামলাসহ অপ্রতিরোধ্য বোমা হামলা, খুন-ধর্ষণ, মৌলবাদির উত্থান এবং মন্ট্রিয়লে রাজাকার দেলোয়ার হোসেইন সাঈদীর আগমন উপলক্ষে ক্ষোভ, ঘৃণা আর ধিকারের অব্যক্ত বেদনার তীব্র জনস্রোতে আর আকাশ কাঁপানো শ্লোগানে ফেঁটে পড়েছিলো মন্ট্রিয়লের ডাউন টাউনের রাজপথ। অত্যন্ত অল্প সময়ের সিদ্ধান্তে মন্ট্রিয়লস্থ ‘ইউনাইটেড ক্যাম্পেইন এগেইনস্ট টেররিজম, ফাডামেন্টালিজম এন্ড করাপশন ইন বাংলাদেশ’-এর উদ্যোগে মন্ট্রিয়লের রাজপথে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন করে। কয়েক শত নারী-পুরুষ শিশুর উপস্থিতি ছিলো দেখার মতো। ক্যানাডার প্রবাসী বাংলাদেশীদের এত বিশাল বড় বিক্ষোভ সমাবেশ মন্ট্রিয়লে এই প্রথম অনুষ্ঠিত হলো। দল-মত, জাত-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই উপস্থিত হয়েছিলো মন্ট্রিয়লের ডাউন টাউনের এটওয়ার্টার মেট্রো সংলগ্ন পার্কে। কয়েক শত আবালবৃন্দবনিতার হাতে হাতে ছিলো ব্যানার-ফেফুন ও প্লেকার্ড। আজ রোববার দুপুর ১২ টায় বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হবার কথা থাকলেও সকাল ১১টাই সম্পূর্ণ পার্ক এলাকা মন্ট্রিয়ল প্রবাসী বাংলাদেশীদের অংশ গ্রহণে ভরে ওঠে। অসংখ্য পুলিশের গাড়ী, এ্যাম্বুলেন্সসহ মিডিয়ার গাড়ীগুলো পার্ক এলাকা ঘিরে রাখে। ঠিক দুপুর ১২ টার সময় বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হলে পুলিশের নিরাপত্তার মধ্যে শত শত মানুষের আকাশ কাঁপানো উত্তাল মিছিলে মন্ট্রিয়ল নগরীর ডাউন টাউন এলাকা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। শ্লোগানের মূল বিষয় ছিলো বাংলাদেশ কে বাঁচাও, বাঁচাও বাংলাদেশের মানুষকে। সন্ত্রাসী মৌলবাদীদের হাত থেকে বাংলাদেশকে বাঁচাও গণতন্ত্র রক্ষা করো, যুগ্মপরাধি খুণি সাঈদীকে রুখো মন্ট্রিয়ল থেকে।

বিশাল এই মিছিলটি দীর্ঘ দেড় কিলোমিটার এলাকা প্রদক্ষিণ করে মেকগিল পার্ক এলাকায় এসে শেষ হয়। মিছিলটি চলাকালে হাজার হাজার মানুষ হাত নেড়ে গাড়ীর হর্ণ বাজিয়ে মিছিলের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন জানান। বেশ ক’জন বিদেশীকেও এই মিছিলে অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে। মিছিল শেষে মন্ট্রিয়লের মেকগিল এলাকার মেকগিল পার্কে এক প্রতিবাদ পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড ক্যাম্পেইনের আহবায়ক ও ক্যানাডা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মন্ডলীর চেয়ারম্যান এম. এ. আহাদ, বাংলাদেশের সাবেক সাংসদ শামীম ওসমান, আমেরিকান জুরিস অ্যাসোসিয়েশনের ক্যানাডা চাপটারের সভাপতি ক্যানাডার বিশিষ্ট আইনজীবী উইলিয়াম শ্লোন, ক্যানাডা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি গোলাম মোহাম্মদ মাহমুদ মিয়া, ক্যানাডা জাসদ নেতা রেজাউল হক চৌধুরী ও ইউনাইটেড ক্যাম্পেইনের সদস্য সচিব দিলীপ কর্মকার এবং হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের ক্যানাডা চাপটারের সভাপতি প্রদীপ সরকার দোলন ও উদীচীর মন্ট্রিয়লের আহবায়ক বাবলা দেব কুইবেক আওয়ামী লীগের সভাপতি মুন্সী বশীর। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন সাজ্জাদ হোসেইন সুইট, রণজিৎ মজুমদার। বিভিন্ন রকম শ্লোগানের মাঝেও যে শ্লোগানটি উপস্থিত শত শত মানুষকে জাগ্রত করেছে তাহলো জয়বাংলা। মূলধারার মিডিয়ার দায়িত্বে ছিলেন কমিউনিটি নেতা দীপক ধর অপু। মন্ট্রিয়লস্থ প্রবাসী বাংলাদেশীদের এই বিক্ষোভ মিছিলটি ক্যানাডার বিভিন্ন চ্যানেল ও রেডিওতে এবং বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে গুরুত্বসহকারে প্রকাশ করেছে। বাংলা মিডিয়ার সকল প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এদিকে ‘ইউনাইটেড ক্যাম্পেইন এগেইনস্ট টেররিজম, ফাডামেন্টালিজম এন্ড করাপশন ইন বাংলাদেশ’ এর আয়োজনে আগামী রোববার আবারো মন্ট্রিয়লের পার্ক মেট্রোর পার্শ্বে লাভলুজের মাঠে দেলোয়ার হোসেইন সাঈদীর মন্ট্রিয়ল আগমন উপলক্ষে এক বিরাট বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হবে বলে ইউনাইটেড ক্যাম্পেইনের নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেছেন।

অন্যোচাখে

মন্ট্রিয়লের রাজপথে জয় বাংলার উত্তাল শ্লোগান

‘ইউনাইটেড ক্যাম্পেইন এগেইনস্ট টেররিজম, ফাডামেন্টালিজম এন্ড করাপশন ইন বাংলাদেশ’-এর উদ্যোগে আয়োজিত বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিলে বিভিন্ন রকম ইংলিশ শ্লোগান দিতে গিয়ে অনেকেই ভুলে গিয়েছিলেন এটা বাংলাদেশ নয়, এটা ক্যানাডার মন্ট্রিয়ল শহর। ইংলিশ শ্লোগানগুলো ছিলো স্টপ কিলিং স্টপ কিলিং- ইন বাংলাদেশ-ইন বাংলাদেশ, স্টপ রেপিং স্টপ রেপিং- ইন বাংলাদেশ ইন বাংলাদেশ, সেইভ আওয়ারকান্ট্রি-বাংলাদেশ বাংলাদেশ, সেইভ আওয়ার পিপল্‌স- বাংলাদেশ বাংলাদেশ, সেইভ আওয়ার লিডার-শেখ হাসিনা শেখ হাসিনা, সেইভ আওয়ার ডেমোক্রেসি-বাংলাদেশ বাংলাদেশ, স্টপ ফাডামেন্টালিজম স্টপ ফাডামেন্টালিজম-ইন বাংলাদেশ ইন বাংলাদেশ। ইংলিশ শ্লোগান দিতে দিতে অনেকের রক্ত গরম হয়ে ওঠে ফলে অনেকেই ভুলে যান সেটা মন্ট্রিয়ল শহর শুরু হয় জয় বাংলার উত্তাল শ্লোগান। বাংলা শ্লোগানের মধ্যে ছিলো, ‘জয় বাংলা’ ‘৭১-এর হাতিয়ার- গর্জে ওঠুক আরেকবার’, ‘শেখ হাসিনার কিছু হলে-জ্বলবে আগুন বাংলাদেশে’, সাঈদীর গালে...।

দ্যাখো, প্রতিবাদের বাতাসে ওড়ছে শাড়ীর আঁচল.....

‘ইউনাইটেড ক্যাম্পেইন এগেইনস্ট টেররিজম, ফাডামেন্টালিজম এন্ড করাপশন ইন বাংলাদেশ’-এর উদ্যোগে আয়োজিত বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিলে উল্লেখযোগ্য মহিলা ও শিশুদের উপস্থিতি দেখে অনেকেই অবাক হয়েছেন। বাংলাদেশের দুঃসহ-দুর্দিনে মানবিক কারণে এই প্রবাসী মহিলারা এগিয়ে এসেছেন প্রতিবাদ করতে। বাংলার শ্বশত পোশাক শাড়ী আর সেলোয়ার কামিজ পড়ে আকাশপানে হাত তোলে মিছিল করেছেন। দেশে থাকাবছায় অনেকেই হয়তো মিছিলে যাননি, ছিলেন একান্তই কুলবধু। এসব মহিলারা হুংকার দিয়ে বিশ্ববাসীকে জানাতে চেয়েছেন, হে বিশ্ববাসী চোখ খুল দেখ কী হচ্ছে আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশে? কেন আজ বোমা-গেনেট আর মৌলবাদীদের সন্ত্রাসে প্রকম্পিত আমাদের জন্মভূমি? কেন ক্ষত বিক্ষত হচ্ছে আমাদের স্বপ্নের মাতৃভূমি? মহিলারা যেন শাড়ীর আঁচল আর ওড়নাই প্রতিবাদের পতাকা করে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিচ্ছেন, হে বিশ্ববাসী জাগো- জাগো প্রতিবাদ প্রতিরোধে, বাঁচাও বাংলাদেশকে। **বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিলের একাংশ। ছবি আব্দুল হাই**



‘ইউনাইটেড ক্যাম্পেইন এগেইনস্ট টেররিজম, ফাডামেন্টালিজম এন্ড করাপশন ইন বাংলাদেশ’-এর উদ্যোগে মন্ট্রিয়লের রাজপথে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিলের একাংশ। ছবি আব্দুল হাই



‘ইউনাইটেড ক্যাম্পেইন এগেইনস্ট টেররিজম, ফাডামেন্টালিজম এন্ড করাপশন ইন বাংলাদেশ’-এর উদ্যোগে মন্ট্রিয়লের রাজপথে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিলের কয়েকশত বিক্ষোভকারীর একাংশ। ছবি আব্দুল হাই